দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 AUG 2008

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

ঐতিহ্যের আলোয় উজ্জ্বল রাজশাহী কলেজ

॥ রাজশাহী অফিস ॥

উত্তরাঞ্চলের অন্যতম বিদ্যাপীঠ ঐতিহ্যসিক রাজশাহী কলেজের যাত্রা শুরু হয় এখন থেকে ১৩৪ বছর আগে, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠানটি তার হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে সম্ভবনার নতুন দিগন্তে পৌঁছার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পথ চলা শুরু করেছে। কলেজ প্রশাসন শিক্ষার মানোন্নয়নে ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে।

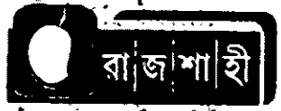

রাজশাহী

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাউলিয়া ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিক্ষা নগরী হিসাবে রাজশাহী মহানগরীর গোড়াপত্তন হয়। মূলত ইংরেজি শিক্ষার উৎসাহোৎকর্ষে সেসময় রাজশাহীতে কর্মরত ইংরেজ কর্মকর্তা ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাউলিয়া ইংলিশ স্কুল, যা এখন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত। রাজশাহীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনয়তা উপলব্ধি করে ১৮৭২ সালে দুবলহাটির রাজা হরনাথ রায় চৌধুরী তার জমিদারীর একটি সম্পত্তি এই স্কুলকে দান করেন। যার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। ১৮৭৩ সালে সরকার এই স্কুলকে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ হিসাবে উন্নীত করার অনুমতি প্রদান করে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সাথে চালু করা হয় এখনকার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সমমানের এফ.এ কোর্সে। মাত্র একজন মুসলিম ছাত্রসহ মোট ছয়জন ছাত্র নিয়ে চালু হয় এই কোর্স।

প্রতিষ্ঠার বছরে ১৮৭৩-৭৪ সেশনের ফার্স্ট গ্রেড কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে প্রতিষ্ঠানটি। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজশাহী কলেজে বিএবিএল ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয় এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এক জনকে ডিপিআই এর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রতিবছরই ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের ছাত্র সংখ্যা উন্নীত হয় একশত জনে। ১৯০০ সালে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় দু'শ জনে ১৯১০ সালে ছাত্র সংখ্যা হয় চারশ' জনে এবং ১৯২৪ সালে তা বেড়ে হয় এক হাজার। ২০০৮ সালে রাজশাহী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার।

প্রাথমিক পর্যায়ে কলেজের নিজস্ব কোন ভবন ছিল না। কলেজের প্রথম নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাজশাহী এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। এক দক্ষ ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের পরিকল্পনায় ১৮৮৪ সালে ৬১ হাজার ৭শ' তিন টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় আজকের প্রশাসন ভবন। টীন মিস্ত্রীর হস্ত শিল্প সমন্বয়ে ব্রিটিশ শৈলীতে কাঠের মানদণ্ড দিয়ে নির্মিত হয় রাজশাহী কলেজের নিজস্ব অবকাঠামো। পরবর্তীকালে লাল ইমারতের দৃষ্টি নন্দন দ্বিতল স্থাপনাটি নির্মিত হয়। আজ এই ভবনটি প্রশাসনিক ভবন হিসাবে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় একমাত্র রাজশাহী কলেজেই স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে পাঠদান করা হতো।

সেই সময় অবিভক্ত বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়াও রাজশাহী কলেজে পড়তে আসতো আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার ছাত্ররা। অবিভক্ত ভারতবর্ষে রাজশাহীর পরিচয় ছিল রাজশাহী কলেজের নামে। সময়ের পরিবর্তনে রাজশাহী কলেজের অবকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে অনেক। এর মধ্যে কলেজের বিভিন্ন বিভাগে মোট ৪৫টি নতুন পদ সৃষ্টি হয়েছে।

গড়ে উঠেছে পাঁচটি বিজ্ঞান ভবন, দুইটি কলা ভবন, ইংরেজি বিভাগের জন্য একটি পৃথক ভবন, পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রয়েছে সুপ্রাচীন গ্যালারি ভবন। গ্যালারি ভবনটি ১৮৮৮ সালে নির্মিত হয়, প্রথমে রাজশাহী মাদ্রাসা নামে ও পরে ১৭নং গ্যালারি হিসেবে পরিচিতি পায়। দানবীর হাজি মুহাম্মদ মহসীনের আর্থিক অনুদানে এই ভবনটি নির্মিত হয়। যা বর্তমানে হাজি মুহাম্মদ মহসীন ভবন নামে পরিচিত।

কলেজের অন্যতম একটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা হলো মোহামেডান ফুলার হোস্টেল। এটি ১৯১১ সালে নির্মিত। বাংলাদেশের নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারটি কলেজের সম্মুখ চত্বরে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। শহীদ মিনারের পশ্চিমে অবস্থিত লাইব্রেরী ভবন। দ্বিতল এই ভবনের উপর তলায় অবস্থিত কলেজের অডিটোরিয়াম। এছাড়া রয়েছে অধ্যক্ষের বাসভবন, শিক্ষকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট, ছাত্রদের জন্য আটটি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীদের জন্য দুইটি ছাত্রী নিবাস ও দ্বিতল মসজিদ। বর্তমানে কলেজের নতুন একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণের বৃহৎ পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজশাহী কলেজে বর্তমানে ১৯টি বিষয়ে সম্মান ও ২১টি বিষয়ে মাস্টার্স শ্রেণীতে পাঠদান করা হয়। কলেজে চারটি অনুষদ ও ২৩টি বিভাগ রয়েছে। বর্তমানে স্বমহিমায় উজ্জ্বল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজশাহী কলেজ ইতিহাসের এক গৌরবময় স্থান দখল করে আছে।